সংবাদ

14 JAN 2013

শিক্ষকদের ওপর বারবার হামলা

ভালো দৃষ্টান্ত তৈরি করছে ছাত্রলীগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর গত শনিবার হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। শিক্ষক লাউঞ্জে অবস্থানরত শিক্ষকদের ওপর তারা কয়েক দফা হামলা চালায়। শিক্ষকদের লাথি ও ঘুষি মারার ঘটনাও ঘটেছে। এ হামলায় ৩৫ জন শিক্ষক আহত হয়েছেন। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ভবনেও ভাঙচুর চালিয়েছে। ক্লাস ও পরীক্ষা চালু করা না হলে প্রাণনাশ ঘটানো হবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, ছাত্রলীগের হামলার ঘটনার সময় অনুষদের বাইরে পুলিশ থাকলেও তারা হামলা রোধে কোন উদ্যোগ নেয়নি।

শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার ঘটনায় আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। ছাত্রলীগের সর্ব বিস্তারি সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরাও। অতীতেও তারা শিক্ষক পেটানোর মতো জঘন্য অপরাধ করেছে। গত বছর ১৯ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল ছাত্রলীগ। সেই ঘটনার পর তিন মাস পেরোতে না পেরোতেই আবারও শিক্ষকদের ওপর তারা হামলা চালাল। এর কারণ ছাত্রলীগের অন্যায়-অপকর্মের আইনি প্রতিকার করা হয় না। ১৯ নভেম্বরের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যদি কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেয়া হতো তবে গত শনিবারের ঘটনা হয়তো ঘটত না।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা অপরাধের পর্যায়ে চলে গেছে। পুলিশ যথাযথ ভূমিকা রাখলে ইবি'র শিক্ষকরা নির্যাতিত হতেন না। শুধু ইবিতেই নয়, দেশজুড়েই ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের ছাড় দিয়ে আসছে পুলিশ। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডে জড়িত চিহ্নিত ছাত্রলীগ ক্যাডারদেরও বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল পুলিশ। অপরাধীকে প্রাপ্য সাজা না দেয়ার ফলেই ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

ছাত্রলীগের সন্ত্রাস বন্ধে সরকারের ভূমিকাও সমালোচনা করার মতো। প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, তার সরকার শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়েছে, অস্ত্র তুলে দেয়নি। ছাত্রলীগকে দেখলে এই দাবির যথার্থতা মেলে না। বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে নজিরবিহীনভাবে ছাত্রলীগের কর্মী নয় বলে দাবি করা হয়। এসবই ছাত্রলীগের আরও সন্ত্রাসকে সাহস জুগিয়েছে, সমর্থন দিয়েছে।

বর্তমান সরকারের সাফল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে যে কয়েকটি বিষয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ছাত্রলীগের লাগামহীন সন্ত্রাস। কিন্তু এই সন্ত্রাস বন্ধে সরকারকে তৎপর হতে দেখা যায়নি। যে দু'-একটি ঘটনায় দু'-একজন ছাত্রলীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা আইওয়াশ মাত্র। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসের প্রতিকার করা না গেলে আগামী নির্বাচনে এর ফল ভোগ করতে হতে পারে সরকারকে। আজ যে ছাত্রলীগের অন্যায় অপরাধের বোঝা সরকার মাথায় তুলে নিচ্ছে তা বিপদই ডেকে আনবে। ভুলে গেলে চলবে না, ১/১১'র মতো দুর্দিনে ছাত্রলীগের টিকিটিরও দেখা মেলেনি।

ইবিতে শিক্ষকদের ওপর হামলাকারী ছাত্রলীগ ক্যাডারদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় যেন নিয়মমাফিক চলতে পারে সরকারকেই তা নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রলীগের সন্ত্রাস করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় নয়, লেখাপড়ার জন্য-এটি সরকারকেই প্রমাণ করতে হবে।